শিল্প নীতি আদেশ, ২০২২ এর ওপর এফবিসিসিআই-এর প্রস্তাবনা

২৯ জানুয়ারী, ২০২২

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ ও ১৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত জীবিকা নির্বাহ এবং শিল্পায়ন বিষয়ক মৌলিক অধিকার এবং *বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬* মোতাবেক দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্য পুরনকল্পে বাংলাদেশের জন্য একটি যুগোপযোগী, বিনিয়োগ বান্ধব, সমন্বিত, টেকসই, শিল্পায়ন পরিকাঠামো এবংপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করা জাতীয় স্বার্থে অপরিহার্য ও সমীচীন বিধায় এতদসংক্রান্ত সকল মন্ত্রনালয়, পোষক দপ্তর এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্তৃক আবশ্যিক ভাবে পালনীয় নিম্নোক্ত শিল্পনীতি আদেশ জারি করা হইলঃ-

ধারা ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ, মেয়াদ, ইত্যাদি ঃ

(১) এই আদেশ শিল্পনীতি আদেশ, ২০২২নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা বাংলাদেশে সকল প্রকার শিল্পায়নের খাতেরক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে ও পুনোরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বলবত থাকিবে।
(৪) সরকার যে কোন সময় ইহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে এবং জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।
(৫)আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আদেশে বর্ণিত শিল্প সহায়কনীতিমালাও কৌশল বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সকল বিধিবিধান আবশ্যিকভাবে পালনীয় এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রযোজ্য হইবে; এবং
(৬)সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ এই আদেশে যাবতীয় বিধিবিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া এই আদেশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্রিয় কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

ধারা ২। সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আদেশে-

- "শিল্প" অর্থ- পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন, প্রক্রিয়াকরণ ও পুনর্নবীকরণসংক্রান্ত সকল প্রকার ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মকান্ডকে বুঝাইবে এবং যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধা সম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমেসেবা খাতেরযে সকল কর্মকান্ডসম্পাদিত হয় সে সকল কর্মসেবাও শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

- "পোষক দপ্তর" অর্থ কোন বিশেষ শ্রেণী বা খাতের শিল্পের নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যাহা Rules of Business এর Schedule ১ (Allocation of Business) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত যেই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত, সেই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রশাসনাধীন অধিদপ্তর, সংস্থা, পরিদপ্তর বা দপ্তর।

- পুনর্ব্যবহার এবং পুনর্নবীকরণ অর্থ পণ্য প্রস্তুত কালে প্রথমে ব্যবহৃত সমস্ত উপকরণগুলির ব্যবহার বা কার্যকারিতার মেয়াদ শেষে সেগুলি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রক্রিয়াধীনে পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় সরবরাহের মাধ্যমে পুনর্নবীকরণ করে নির্দিষ্ট মূল পণ্য মানপূরণ সাপেক্ষে পুনর্নবীকরণ লেবেলসহ পুনরায় বাজারজাত এবং ব্যবহার করা;

- তফসীল অর্থ এই শিল্প নীতি আদেশ, ২০২২ মোতাবেক শিল্পায়নসহায়ক প্রদেয় বিশেষ সুযোগ-সুবিধার শ্রেনীভিত্তিক তালিকা এবং এতদসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা কর্তৃক আবশ্যিকভাবে যথাযথ পরিপালন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা।

ধারা ৩। শিল্প খাতের উদ্যোগসমুহের শ্রেণীবিন্যাস- অন্য কোন আইনের অধীনে যাহা কিছুই থাকুক না কেনো শিল্প খাতের উদ্যোগসমুহ বিনিয়োগের পরিমান এবং বার্ষিক টার্নওভারের যেকোন একটি ভেদে এই আদেশের তফসিলে প্রদত্ত শুল্ক ও কর সুবিধা, সহায়ক অর্থায়ন ব্যবস্থাসহ অন্যান্য প্রদেয় সহায়ক সুযোগ ও সুবিধাদির ভিত্তিতে মাইক্রো-কুটির খাত, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ খাত এবং অনুন্নত এলাকার শিল্প হিসাবে শ্রেনীভুক্ত হবে।

ধারা ৪। শিল্পায়ন সহায়ক কার্যসূচি

শিল্পায়ন সহায়ক সাধারন সুবিধাদি- জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, সরকারের ভিশন ২০২১ ও ২০৪১, টেকসই-উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের প্রক্রিয়া ইত্যাদি কার্যক্রম সফল বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন বান্ধব পরিকাঠামো সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহন করা:-

- দেশীয় এবং বিদেশী বাজারমুখী সামগ্রিক উৎপাদনশীল শিল্প খাতের বিপরীতে মাত্র কয়েকটি অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত না করে প্রদেয় শিল্প সহায়ক যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সকল খাতের জন্য অবারিত করে বিশ্ব সরবরাহ চেইনে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে সামগ্রিক শিল্প খাতগুলিকে দেশি বিদেশী বাজারমুখীকরণের টেকসই কার্যসূচি গ্রহন এবং বাস্তবায়ন করা;
- জমি অধিগ্রহন এবং সকল শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দের নীতিমালা হালনাগাদ ও সহজ করার একটি স্থায়ী প্রক্রিয়া গ্রহন করে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলি কর্তৃক উদ্যোক্তাদের আবেদনের ৩০ কর্ম দিবসের মধ্যেপ্লট বরাদ্দের বিষয়টি যথাযথভাবে নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহন করা;
- সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়/বিভাগ/এজেন্সিগুলি কর্তৃক একক উইন্ডো প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে বিদ্যমান জটিল, বিলম্বিত এবং ব্যয়বহুল বিভিন্ন বিভাগীয় অনুমোদন, লাইসেন্স নিবন্ধন এবং অন্যান্য সার্টিফিকেট (বিভিন্ন সরকারী সংস্থা থেকে ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধন দলিল, যেমন রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ট্রেড লাইসেন্স, বিএসটিআই সার্টিফিকেট, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, ফায়ার লাইসেন্স, বয়লার লাইসেন্স, পরিবেশ সার্টিফিকেট ইত্যাদি) প্রদানের প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ, সরল, ত্বরান্বিত ও অনলাইনভিত্তিক করার ব্যবস্থা গ্রহন করা;
- দেশি বিদেশী বিনিয়োগ সহজ, সরল ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য নবায়নের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই স্থায়ী নিবন্ধন বা সনদের প্রয়োজনীয়তা **জমি, ইমারত, অগ্নি, পরিবেশ এবং কর** এর মধ্যে সীমিত করা;
- শিল্প উদ্যোগ নিবন্ধন পদ্ধতি এবং ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টপোষক দপ্তর কর্তৃক একক উইন্ডো সিস্টেম স্থাপন করে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়ানস্টপ সেবাসহ তফসিলে প্রদত্ত নানাবিধ সহায়তা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

- পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র এবং বিএসটিআই মানসনদ প্রদান ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজ, সরল, ত্বরান্বিত এবং অনলাইনভিত্তিক করার জন্য সংশ্লিষ্ট লাইন এজেন্সিগুলি কর্তৃক স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা এবং এই লক্ষ্যেক্রমান্বয়ে দেশব্যাপী পাইলট প্রোগাম গ্রহন করা;
- ট্রেড লাইসেন্স এর পরিবর্তে সকল উদ্যোক্তার অনধিক দুইশত টাকা সুনির্দিষ্ট বাৎসরিক নবায়ন ফি সহকারে উদ্যোগ নিবন্ধন করে প্রত্যেকের কর নিবন্ধন বাধ্যতামুলক করে বিনিয়োগের প্রামানিক দলিল হিসাবে গণ্য করা;
- *সকল নিবন্ধন বা সনদ বা সেবা বাবদ প্রদেয় বাৎসরিক চার্জ শুল্ক বা কর ব্যবস্থা হিসাবে আদায় করার পরিবর্তে এ বাবদ যাবতীয় ফিস বা চার্জসমুহ বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার বিধান অনুযায়ী কেবলমাত্র সুনির্দিষ্ট সেবার বিপরিতে প্রকৃত প্রশাসনিক খরচ ভিত্তিক হার ধার্য করা;*
- বেজা, বিসিক সহ অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে মাইক্রো ওক্ষুদ্র শিল্প, নারী এবং নতুন শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য তফসিলে প্রদত্ত শ্রেনীভেদে বিশেষ সাশ্রয়ী শর্ত এবং মূল্যে, যেমন- নামমাত্র অর্থে লীজ, সুদবিহীন দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং ভর্তুকি সহ জমি বরাদ্দ করা;
- শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত পরিষেবার সংস্থান করা এবং সকল শিল্পাঞ্চলে খাতভিত্তিককমন ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন করা;
- করমুক্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, প্রয়োজনীয় গ্যাসসহ পর্যাপ্ত জ্বালানী সরবরাহ নিশ্চিত করা;
- বিএসটিআইসহ দেশের মান প্রতিষ্ঠানসমূহের বিশ্বস্ততা, দক্ষতা ও কারিগরি সামর্থের মান উন্নয়নক্রমে এক্রিডেটেশান অর্জনের মাধ্যমে এদের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা;
- আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের প্রবেশ সহজীকরণের লক্ষ্যে দেশে উৎপাদিত পণ্যের মান এবং অন্যান্য বানিজ্যিক বিধি বিধানের আন্তর্জাতিকমান ও অন্যান্য গন্তব্য দেশেরসাথে সামঞ্জস্য বিধানের (হারমোনাইজেশন) প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনকরা;
- পণ্যের আন্তর্জাতিক গুণগত মানসনদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা নিশ্চিত করা;
- আমদানি পর্যায়ে সকল বিদেশী পন্যের গুণগত মান সংশ্লিষ্টদেশীয় পন্যের জন্যপ্রযোজ্য**বাংলাদেশী মান অনুযায়ী**কিনা তা পরীক্ষনের নিশ্চয়তা বিধান করা;
- পণ্যের ট্রেডমার্ক, প্যাটেন্ট এবং ডিজাইনআন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজন ত্বরান্বিত করা;
- দেশের শিল্পঘন এলাকাগুলিকে"শিল্প এলাকা" হিসেবে ঘোষনা করে যথাযথ উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহন করা;
- শিল্পায়নে পশ্চাৎপদ এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এলাকায় শিল্প সম্প্রসারণ/প্রতিষ্ঠা বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিনিয়োগ প্রণোদনা প্রদান করা-

ক.মূলধনী বিনিয়োগের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর্তুকি;

খ. উৎপাদিত পণ্যেরউপর থেকে কর ও শুল্ক অব্যাহতি;

গ.এ্যাক্রেডিটেশন সনদের ফি/চার্জ এবং বীমা স্কীমের প্রিমিয়ামের খরচ পুনর্ভরণের ব্যবস্থা;

ঘ. চলতি মূলধনের সুদের উপর ভর্তুকি ইত্যাদি।

দেশি বিদেশী বিনিয়োগ ত্বরান্বিত এবং উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যবসা বান্ধব আইন, প্রবিধান এবং প্রশাসনিক নীতি পরিবেশ নিশ্চিত করে অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য অন্যান্যদের মধ্যে, নিম্নলিখিত প্রশাসনিক পরিকাঠামো জোরদার করাঃ-

- দেশি-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনে শিল্প স্থাপন অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে আইন, বিধি, নীতিমালা ও সেবা প্রদান কার্যক্রম অধিকতর যুগোপযোগীকরণ;
- দেশি-বিদেশী উদ্যোক্তাগণের জন্য শিল্প স্থাপন সহজীকরণের লক্ষ্যে শিল্প পার্ক, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনসহ অবকাঠামো সুবিধার উন্নয়ন;
- সর্বাধিক পেশাদারী উপায়ে বিনিয়োগ-পরবর্তী সুবিধা নিশ্চিত করে একটি নতুন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠার ব্যয়হ্রাস করার জন্য সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক সেবার সংস্থান করা;
- প্রতিটিমন্ত্রণালয়ের বিনিয়োগকারীদের অনুরোধের দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাধ্যতামূলক করার জন্য ওয়ান-স্টপ পরিষেবা স্থাপন করা; ব্যবসায়িক নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সহজ করা;
- কম লেনদেন ব্যয়সহ বিনিয়োগ অর্থায়ন;
- সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ, জ্বালানি, আইসিটি এবং মাল্টিমোডাল পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো জোরদার করা ;
- আইনী অধিকার, বাধ্যবাধকতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা;

শিল্পায়ন সহায়ক অর্থায়ন সুবিধাদি- এই শিল্প নীতি আদেশ ২০২২ এর তফসীলের নির্দেশিকা মোতাবেক শিল্প বিনিয়োগ সহায়ক অর্থায়ন সুবিধাদি প্রদান করা হবে, যেমন;

- সরকারী বাজেট বরাদ্দ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাদেরসুলভ অর্থায়ন ও অনুদানসহ ঋণ বিতরণকারী ব্যাংকগুলির দ্বারা উপলব্ধ তহবিল গঠনের মাধ্যমে অর্থায়নের জন্য একটি অনুদান এবং কম সুদের ঋণ সুবিধা তৈরি করা;
- সরকারী নীতি ও বিধি অনুসারে শিল্প খাতে অর্থায়নের সম্ভাবনা মূল্যায়নের জন্য পূর্বনির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে ব্যাংক ক্লায়েন্ট সম্পর্ক বিষয়ে ব্যাংকের ভুমিকা স্পষ্টীকরণ করে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং সহজ করা;
- জামানতের পরিবর্তে শিল্পঋণ গ্রহীতার ব্যাবস্থাপনা ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা, প্রকল্পের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা, ইত্যাদি সুরক্ষা বিবেচনা করে বিনিয়োগ অর্থায়নের ব্যবস্থা করা;
- শিল্পঋণ বিতরণের জন্য প্রতিটি ব্যাংককে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উৎসাহিত করা;
- মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প, নারী এবং তরুণ শিল্প উদ্যোক্তাদের উদ্যোগে অর্থায়নের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ও বিশেষ তহবিল গঠন এবং সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বিতরন নিশ্চিত করা;
- মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প নারী এবং তরুণ নতুন শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য বিনা জামানতে এবং সর্বনিম্ন সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা;
- অপ্রচলিত বা নতুন পণ্য খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর সুবিধা ও সুলভ অর্থায়নের ব্যবস্থা করা;
- অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে শিল্প পুনর্বাসন ও অবসায়নের কার্যক্রম গ্রহন করা।
- পাবলিক প্রকিউরমেন্টের অধীনে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন দেশী ও বিদেশী পণ্যকে একই সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।

- বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সরকারের অর্থায়নসহ উন্নয়ন অংশীদার এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীসংস্থাথেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং সুলভ ঋণ এর অধীনেঃ-

  অ) কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত ঝুঁকি প্রতিরোধ করার জন্য আইএলও কনভেনশন নং ১৫৫ নির্দেশিকার আলোকে একটি নিরাপদ এবং টেকসই শিল্পায়নের ধারা উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে আর্থিক, কারিগরি, নীতিগত সুবিধা ও কৌশল সম্বলিত একটি চলমান ইনসেন্টিভ প্যাকেজ কার্যকর করা;

  আ) শিল্প খাতের কর্মজীবীদের জন্য আবাসন, রেশনিং এবং স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা প্রদানের জন্য এলাকা ভিত্তিক পিপিপি প্রকল্প অর্থায়ন করা।

শিল্পায়ন সহায়ক শুল্ক ও কর সুবিধাদি- সকল শিল্প খাতে এই শিল্প নীতি আদেশ ২০২২ এর তফসীলের নির্দেশিকা মোতাবেক শিল্প বিনিয়োগ সহায়ক শুল্ক ও কর সুবিধাদি প্রদান করা হবে, যেমন;

- এই আদেশের তফসিলে প্রদত্ত শুল্ক ও কর সুবিধা প্রদান করা;
- দেশে এবং বিদেশে ভোক্তাদের দ্বারপ্রান্তে পণ্য নিয়ে যেতে এসএমই খাতের রপ্তানি পণ্যের জন্য দেশে বিদেশে ওয়্যারহাউস এবং বিতরন ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প খাতসহ গ্রামীণ ও নারী উদ্যোগ গুলিকে বৈশ্বিক ই-কমার্সের সাথে প্রতিযোগীতা করতে সক্ষম করা;
- সেক্টর ভিত্তিক ক্লাস্টারগুলিতে শিল্পগুলিতে দেশি বিদেশী কাঁচামাল মজুদ এবং সরবরাহের জন্য বন্ড গুদাম সুবিধা স্থাপন করা;
- শিল্প প্রতিষ্ঠান বিএমআরই ও স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য সব ধরনের বিনিয়োগে করমুক্ত রাখা;
- দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি খাতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের জন্য শুল্ক ও করের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য না করা।

প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন

- মানব সম্পদ ও দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, পণ্য ডিজাইন উদ্ভাবন বাজার অনুসন্ধান এবং বিপণন ব্যবাস্থাপনা জোরদার করার ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা গড়েতুলতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;
- স্থানীয় ও বিশ্ব বাজারে মানসম্পন্ন পণ্য বিপণনের সুবিধার্থে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত প্রতিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে পিপিপি ভিত্তিতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেক্টরাল স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশন সংস্থা স্থাপন করা;
- শিল্পায়ন কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্য বিসিক, এসএমইএফসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়, বিভাগ, এজেন্সি সমূহের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা;

সকল পোষক দপ্তরে প্রযুক্তি উন্নয়ন সেল স্থাপন করে পণ্য ও পরিষেবাগুলির উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতামূলকতা উন্নত করা, প্রযুক্তি সরবরাহ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়াসহ পণ্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমন্বয় করার উদ্দেশ্য অন্যান্য শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবংউৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি-শিল্প খাতে সুদক্ষ কর্মী সরবরাহ ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিতে সেক্টরাল প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা;

- শিল্প মেশিন অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ;
- প্রোডাকশন চেইন ইঞ্জিনিয়ারিংএবংমাননির্ধারণ ওগুণমান নিয়ন্ত্রণ।
- পণ্য শৈলী এবং ডিজাইন ;

- কর্মকালীন নিরাপত্তা;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য আবশ্যিক পালনীয় বিষয়াদি;

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ বান্ধব পুনর্নবীকরণ পুনর্ব্যবহারের বৃত্তাকার অর্থনীতি- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ দূষণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিগত কৌশল, প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য নিষ্পত্তি এবং পরিবেশ বান্ধব পুনর্নবীকরণ, পুনর্ব্যবহারের বৃত্তাকার অর্থনীতি উদ্যোগের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং বাধাগুলি শনাক্ত করতে সার্কুলার ইকোনমি কাউন্সিল স্থাপন করা;

পণ্য প্রস্তুতকালে প্রথমে ব্যবহৃত সমস্ত উপকরণগুলির কার্যকারিতার মেয়াদ শেষে সেগুলি পুনর্নবীকরণ করে পুনরায় ব্যবহার করাই বৃত্তাকার অর্থনীতির সর্বোত্তম প্রক্রিয়া বলে আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা কার্যকর করা;

অ) পণ্য প্রস্তুতকালে প্রথমে ব্যবহৃত সমস্ত উপকরণগুলির ব্যবহার বা কার্যকারিতার মেয়াদ শেষে সেগুলি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রক্রিয়াধীনে পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় সরবরাহের মাধ্যমে পুনর্নবীকরণ করে নির্দিষ্ট পণ্য মান পূরণ সাপেক্ষে পুনর্নবীকরণ লেবেলসহ পুনরায় ব্যবহারের জন্য দেশ বিদেশে বাজারজাত করা;

আ) পুনর্নির্মিত পণ্যের শিল্প পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

ই) পুনর্নির্মিত পণ্যের বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য স্বীকৃত মান-সনদ অর্জনে সহায়তা করা;

ঈ) ব্যবহৃত পণ্যের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা মান সম্পন্ন পুনর্নির্মিত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না;

উ) দেশে এবং বিদেশে পুনর্নির্মিত পণ্যবিপণনের সুবিধা সম্প্রসারনের উদ্দ্যোগ গ্রহন করা।

বিভিন্ন এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠার সংস্থান করা- পিছিয়ে পড়া জেলাসমূহে শিল্প উন্নয়নের জন্য জেলাভিত্তিক আলাদা বাজেটসহ কর অবকাশ, স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণ ও আলাদা উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা:-

- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক গড়ে তোলা;
- শিল্প কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং সেবামূলক শিল্প প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করা এবং সেবা সেন্টারের মাধ্যমে সকল ধরনের সেবা নিশ্চিত করা;
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর প্রতিটি জেলা কার্যালয়ের ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে শিল্প স্থাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্ভিস যেমন: বিস্ফোরক লাইসেন্স, ভ্যাট, ট্যাক্স, পরিবেশ লাইসেন্সসহ অন্যান্য সেবাসমূহ সহজে ও অল্পসময়ে নিশ্চিত করা;
- মেট্রোপলিটন শহরে স্থাপিত দূষণ প্রবণ শিল্পসহ অপরিকল্পিতভাবে স্থাপিত অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে অর্থনৈতিক অঞ্চলে/বিসিক শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা এবং স্থানান্তরে উদ্যোগী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদান করা;

- রাজশাহী অঞ্চলের রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও রাজশাহী সিল্কের পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রান্তিক মহিলা ও কৃষককে তুঁত চাষে উৎসাহিত করা এবং শিল্প স্থাপন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দসহ ভ্যাট ও কর মওকুফের ব্যবস্থা করা;
- রংপুর অঞ্চলের হস্তশিল্প যেমন: শতরঞ্জি, বেনারসি, টুপি শিল্প ইত্যাদি ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশের জন্য বিশেষায়িত শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক স্থাপন করা;
- লবণ শিল্পের বিকাশে সমুদ্র উপকুল অঞ্চলে পরিবেশবান্ধব লবণ শিল্প পার্ক গড়ে তোলা;
- শিল্প অবকাঠামো এবং ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প উন্নয়নে বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, গ্যাস, জাহাজ নির্মাণ, ওষুধ, আইসিটি, পরিবহন, পোর্ট, টেলিকমিউনিকেশন, সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার ইত্যাদি খাতে বৃহৎ আকারের বিনিয়োগ উৎসাহিত করা।

বিদেশী বিনিয়োগ অগ্রাধিকার- নিম্নলিখিত খাতসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি নির্ভর খাতে দেশী বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা:-

- সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার, উপকূলীয় এবং গভীর সমুদ্রে খনিজ উদ্যোগ; এলপিজি; সামুদ্রিক মৎস্য ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ; মাল্টিমোডাল ট্রান্স-শিপমেন্ট সহ লজিস্টিক অবকাঠামো এবং শিপিং; উপকূলীয় পর্যটন;
- উচ্চ প্রযুক্তির মূল্য সংযোজিত চামড়াজাত পণ্য, পাট ও প্লাস্টিক শিল্প; মানবসৃষ্ট ফাইবার শিল্প; জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে বিশুদ্ধ শক্তি; হিমালয় অববাহিকায় জল বিদ্যুতভিত্তিক প্রকল্প; ডিজিটাল পরিকাঠামো ইত্যাদি।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর-

- সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অলাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কল-কারখানা পরিচালনায় দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকল্পে বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করা;
- রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রযুক্তি বা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে চুক্তিভিত্তিক সহযোগীতা গ্রহণে দেশি বা বিদেশীযৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা;

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা-জাতীয় শিল্পনীতি ২০২১ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে একটি 'সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হবে। উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতভুক্ত প্রতিষ্ঠান/সংগঠন শিল্প মন্ত্রণালয়কে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।উক্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে।

জাতীয় শিল্পনীতি আদেশ ২০২২ বহাল হবার তারিখ থেকে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণ, অংশীজনের মতামত এবং প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করে প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সময়ের নতুন চাহিদা এবং যুগোপযোগী উন্নয়ন লক্ষ্য বিবেচনা করে নিয়মিত আধুনিকীকরণ করা হবে।

তফসীল

(শিল্পায়ন সহায়ক প্রদেয় শ্রেনীভিত্তিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধার তালিকা এবংবাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা)

১। অন্য কোন আইনের অধীনে যাহা কিছুই থাকুক না কেনো শিল্প খাতের উদ্দ্যোগসমুহকে শিল্প নীতি আদেশ, ২০২২ মোতাবেকনিচের ছক অনুযায়ী শিল্প শ্রেণীভেদে উল্লেখিত সহায়ক সুযোগ ও সুবিধাদি প্রযোজ্য হইবেঃ-

শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রেণী	জমি, অবকাঠামো, মেশিনারীসহ বিনিয়োগের পরিমান	আয়কর হিসাবে নির্ণীত বার্ষিক টার্নওভার	তফসিলে প্রদত্ত সহায়ক শুল্ক ও কর সুবিধা	তফসিলে প্রদত্ত সহায়ক অর্থায়ন নীতি	তফসিলে প্রদত্ত বিভিন্ন সহায়ক ব্যবস্থাদি	শিল্পাঞ্চলে উদ্যোক্তাদে জমি বরাদ্দ
মাইক্রো-কুটির খাত	দশ কোটি টাকার নিচে	পঞ্চাশ কোটি টাকারনিচে	৮ কর মেয়াদ পর্যন্ত আয়কর অবকাশ এবং বিশেষ রেয়াতি ১% হারে টার্নওভার ট্যাক্স নিম্নতম শুল্ক (১-৩) হারে পন্যের কাচামাল, উপকরন, মেশীনারিজ ও যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা	জামানত ছাড়া ৩০% সুদহীনএবং বাকি ২% সরল সুদে ঋণ	বিনা মুল্যে প্রযুক্তি সরবরাহ ও প্রশিক্ষন সহ অন্যবিধ সহায়ক ব্যবস্থাদি	নামমাত্র অর্থে লীজ, সূদহীন দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং ভর্তুকি সহ জমি বরাদ্দ করা
ক্ষুদ্র	বিশ কোটি টাকার নিচে	একশো কোটি টাকার নিচে	পন্যখাতে ৩% ও সেবাখাতে ৫% রেয়াতি হারে মুসক এবং নিম্নতম শুল্ক (১-৩) হারে পন্যের কাচামাল, উপকরন, মেশীনারিজ ও যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা	জামানত ছাড়া ১০% সুদহীন এবং বাকি ৪% সরল সুদে ঋণ	প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষন সহ অন্যবিধ সহায়ক ব্যবস্থা জনিত খরচ কর মুক্ত এবং এর ৭০% অনুদান	নামমাত্র অর্থে লীজ, সূদবিহীন দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং ভর্তুকি সহ জমি বরাদ্দ করা
মাঝারি খাত	পঞ্চাশ কোটি টাকার নিচে	তিনশত কোটি টাকার নিচে	পন্যখাতে ৪% ও সেবাখাতে ৬% রেয়াতি হারে মুসক এবং নিম্নতম শুল্ক (১-৩) হারে পন্যের কাচামাল,	জামানত ছাড়া সরল সুদে ঋণ ৫% সরল সুদ	প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণসহ অন্যবিধ সহায়ক ব্যবস্থা জনিত খরচ কর মুক্ত	নামমাত্র অর্থে লীজ, সূদবিহীন দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং ভর্তুকি সহ জমি

			উপকরন, মেশীনারিজ ও যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা		এবং এর ৭০% অনুদান	বরাদ্দ করা
বৃহৎ খাত	পঞ্চাশ কোটি টাকার উপর	তিনশতকোটি টাকার উপর	সাধারন ভাবে প্রযোজ্য মুসকের হার এবং নিম্নতম শুল্ক (১-৩) হারে পন্যের কাচামাল, উপকরন, মেশীনারিজ ও যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা	সাধারন ভাবে প্রযোজ্য হার	প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষন সহ অন্যবিধ সহায়ক ব্যবস্থা জনিত খরচ কর মুক্ত এবং এর ৫০% অনুদান	সাশ্রয়ী মুল্যে জমি বরাদ্দ করা
অনুন্নত এলাকার শিল্প			৮ কর মেয়াদ পর্যন্ত বিশেষ কর অবকাশ এবং শ্রেণিভেদে বিশেষ রেয়াতি ৩% হারে টার্নওভার ট্যাক্স বা মুসক এবং নিম্নতম শুল্ক (১-৩) হারে পন্যের কাচামাল, উপকরন, মেশীনারিজ ও যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা	শ্রেণিভেদে জামানত মুক্ত বিশেষ রেয়াতি সুদের হার	বিনা মুল্যে প্রযুক্তি সরবরাহ ও প্রশিক্ষন সহ অন্যবিধ সহায়ক ব্যবস্থাদি	নামমাত্র অর্থে লীজ, সূদ বিহিন দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ এবং ভর্তুকি সহ জমি বরাদ্দ করা

২। শিল্প বিনিয়োগ সহায়ক প্রদেয় বিশেষ সুযোগ-সুবিধার শ্রেনীভিত্তিক তালিকা এবং এতদসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা কর্তৃক আবশ্যিক ভাবে যথাযথ পরিপালন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ।

- **শুল্ক ও কর বিষয়ক সুবিধাদি-** জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক তফসিলে প্রদত্ত শিল্প শ্রেণীভেদে প্রযোজ্য শুল্ক ও কর বিষয়ক সুবিধাদি অংশীজনের সাথে আলোচনা করে আগামি ৩০ জুন, ২০২২ এর মধ্যে বাস্তবায়নের 'সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা' গ্রহন করে যথাযথভাবে পরিপালনের নিশ্চয়তা বিধান করা;
- **শিল্পায়ন সহায়ক অর্থায়ন ব্যবস্থা-** অর্থ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থায়নকারি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক তফসিলে প্রদত্ত শিল্প শ্রেণীভেদে প্রযোজ্য অর্থায়ন বিষয়ক সুবিধাদি অংশীজনের সাথে আলোচনা করে আগামি

৩০ জুন, ২০২২ এর মধ্যে বাস্তবায়নের 'সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা' গ্রহণ করে যথাযথভাবে পরিপালনের নিশ্চয়তা বিধান করা; এবং

- **জমি বরাদ্দ,প্রযুক্তি সরবরাহ, প্রশিক্ষণসহ অন্যবিধ সহায়ক ব্যবস্থাদি-** রুলস অফ বিজনেস অনুযায়ী এতদসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ কর্তৃক শিল্প শ্রেণীভেদে এই তফসিলে উল্লেখিতজমি বরাদ্দ, প্রযুক্তি সরবরাহ, প্রশিক্ষণসহ অন্যবিধ সহায়ক ব্যবস্থাদি বিষয়ক সুবিধাদি অংশীজনের সাথে আলোচনা করে আগামি ৩০শে জুন, ২০২২ এর মধ্যে বাস্তবায়নের 'সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা' গ্রহণ করে যথাযথভাবে পরিপালনের নিশ্চয়তা বিধান করা।

#######